তারিখ ...31 DEC 2002
পৃষ্ঠা - ৭ - কলাম

ভোরের কাগজ

প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারি উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত বেশিরভাগ দরিদ্র পরিবার

স্বজনপ্রীতি ও নির্ধারিত অংকের টাকা না দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে

মানসুরা হোসাইন : 'আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠান—খরচ সরকারের' জোরেশোরে প্রচারিত সরকারের এই স্লোগান বাস্তবে কার্যকর হচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের শতকরা ৪০ ভাগ এতে উপকৃত হচ্ছে। বঞ্চিত হচ্ছে বড়ো একটি অংশ। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে।

দেশে ৫৭ হাজার ৯৯টি পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ৭৮ হাজার ১২৬টি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠা বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ কোটি ৭৭ লাখ। সরকারের উপবৃ প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী সকল ইউনিয়নে (পৌর মেট্রোপলিটন এলাকা ব্যতীত) ৬৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় এ স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার ৫৫ লাখ ছাত্রছাত্রী এ বৃত্তির সুবি ভোগ করতে পারছে। ১ কোটি ৩৭ লাখ ৫০ হাজার বঞ্চি হচ্ছে। পৌর ও মেট্রোপলিটন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশির ভাগ ● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলা

প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারি উপবৃত্তি

● প্রথম পাতার পর

দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও তারা এ সুযোগ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হচ্ছে। এ ঘটনায় অভিভাবক মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

রাজধানীর মোহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি বিষয়ে খোঁজখবর নিতে গেলে প্রধান শিক্ষক চাঁদ মিয়া জানান, উপবৃত্তি সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না। চাঁদ মিয়া বলেন, স্কুলের হারপিক, ঝাড়ু কেনার জন্য এবারের ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের কাছ থেকে ফরমের মূল্য আদায় করা হবে। প্রথম ছাত্রছাত্রীদেরকে ১০ টাকা দিয়ে ফরম কিনতে হবে তারপর ছাত্রসংখ্যা অনুযায়ী ভর্তিকৃত ছাত্রদের কাছ থেকে ১০০ অথবা তার বেশি অর্থ আদায় করা হবে বলে তিনি জানান। চাঁদ মিয়া বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে স্কুলের খরচের জন্য বার্ষিক যে ৩ হাজার টাকা দেওয়া হয় তা খুবই সামান্য টাকা। তাই স্কুলের খরচ মেটানোর জন্য স্কুলটিতে এ অভিনব পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

এ ধরনের অবস্থা যদি শহরের বেশির ভাগ স্কুলের চিত্র হয়ে থাকে তবে একজন দরিদ্র অভিভাবক কিভাবে তার সন্তানকে স্কুলে পাঠাবেন? প্রাথমিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৯২ সালে তৎকালীন সরকার 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ' নামে একটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি করে এবং প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন ১৯৯০' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সাল থেকে সারা দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করে।

১৯৯৩ সালে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি' গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় গম/চাল বিতরণে বিভিন্ন সমস্যা এবং গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের শিশুদের মাসিক ২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল বিবেচনায় বর্তমান সরকার দুটি কর্মসূচি একীভূত করে সারা দেশের গ্রামীণ, কম সুবিধাভোগী, দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচির আওতায় একই পরিবারের একজন শিশুর জন্য ১০০ টাকা এবং একাধিক শিশুর জন্য ১২৫ টাকা মাসিক হারে উপবৃত্তি প্রদানের সংস্থান রাখা হয়েছে। বর্তমানে সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী, 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি' প্রকল্পে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির পরিবর্তে ডিলারদের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণের ফলে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য সঠিক পরিমাণে প্রাপ্য মানুষের হাতে পৌঁছেনি এবং এ কর্মসূচির আওতায় দেশের মাত্র শতকরা ২৭ ভাগ এলাকার শিশুদের সুবিধা প্রদান করা সম্ভব ছিল। অবশিষ্ট এলাকা বিশেষ করে প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চল, নদী ভাঙন এলাকা, কোস্টাল বেল্ট, দ্বীপ অঞ্চল, পার্বত্য এলাকা, শহরাঞ্চলে বস্তিবাসী, অনগ্রসর আদিবাসী, যাযাবর, বেদে সম্প্রদায়ভুক্ত শিশুদের আর্থিক সহায়তা প্রদান পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। এ সকল ত্রুটি দূর করার জন্য বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির পরিবর্তে দেশের সব শ্রেণীর দরিদ্র ও বিত্তহীনদের মধ্যে শিক্ষা সহায়তা সম্প্রসারণকল্পে 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প' হাতে নিয়েছে।

এদিকে, উপবৃত্তি নিয়ে বর্তমান সরকারের গৃহীত নীতিমালা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। উপবৃত্তি প্রদান নিয়ে স্বজনপ্রীতি এবং অনিয়মের অভিযোগও পাওয়া গেছে। ১০০ বা ১২৫ টাকার স্থলে ৫০ বা ৩০ টাকা করে ছাত্রদেরকে দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ আছে। বর্তমান প্রকল্পের কতগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিশুরা স্কুল দিবসের শতকরা ৮৫ দিন উপস্থিত হলে এবং পরীক্ষায় গড়ে ৪০ নম্বর পেলে উপবৃত্তি পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবে। গ্রামের অবহেলিত অত্যন্ত দরিদ্র ও বিত্তহীন পরিবার যেমন কামার, কুমার, জেলে, তাঁতী প্রভৃতি পরিবারের সন্তানরা উপবৃত্তি পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবে। বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি উপবৃত্তির সুবিধাভোগী নির্বাচন করবেন।

দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এ সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগে দেখা গেছে, এলাকার প্রভাবশালী লোকেরা বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সহায়তায় তাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদের জন্য উপবৃত্তি আদায় করে নিচ্ছে অথচ দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা বঞ্চিত হচ্ছে ন্যায্য পাওনা থেকে।

দৃশ্যত, উপবৃত্তি প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী দরিদ্র পরিবারের শিশুদের ভর্তি হার বাড়ানো, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার বাড়ানো, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধকরণ, প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার বাড়ানো, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের শিশুশ্রম রোধ ও দারিদ্র্য বিমোচন এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের পদক্ষেপগুলোও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

এদিকে, প্রথমবারের মতো উপবৃত্তির টাকা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সরাসরি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ী মাদ্রাসার দরিদ্র ও বিত্তহীন পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। গত জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর এই ৩ মাসের কিস্তির টাকা প্রদান করা হয়েছে। ৩ মাস পরপর একজন সদস্যকে ১০০ টাকা করে ৩০০ টাকা এবং একই পরিবারের ২ সদস্যকে ১২৫ টাকা করে ৩৭৫ টাকা দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের প্রথম সভায় উপবৃত্তি প্রকল্পটি চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ৬৬৩ কোটি টাকার সংস্থান করা হয়েছে। ২০০১ সালের ২৬ ডিসেম্বর একনেক সভায় শিক্ষার জন্য খাদ্যের পরিবর্তে নগদ অর্থ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত শিশুদের প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা জাহানারা বেগম বলেন, এক সঙ্গে সব শিশুকে উপবৃত্তির আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না আর বিষয়টি নির্ভর করছে সরকারের টাকার ওপর, তাই অপেক্ষা করতে হবে। তিনি জানান, ১০ বছরের পরিকল্পনার মধ্যে আছে দেশের সব দরিদ্র শিশুকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা।

কোনো কোনো স্কুলে উপবৃত্তির ১০০ টাকার স্থলে ৩০ বা ৫০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জাহানারা বেগম বলেন, এ অভিযোগ সঠিক নয়। কেননা উপবৃত্তির সুবিধাভোগী ছাত্রছাত্রীদের মায়ের নামে সহজ পদ্ধতিতে ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ করা হয়। মা জীবিত না থাকলে পিতা এবং পিতা জীবিত না থাকলে বৈধ অভিভাবকের ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করার নিয়ম আছে। সেক্ষেত্রে কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর বিষয়টি নির্ভর করছে না। বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির স্বজনপ্রীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, এ ধরনের কোনো অভিযোগ এখন পর্যন্ত আমরা পাইনি, আর ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষক, অভিভাবক, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই থাকেন, আর কোনো ধনী লোক ১০০ টাকার জন্য এ ধরনের কাজ করবে তা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ফরমের মূল্য ১০০ টাকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাজধানীর ২৪টি সরকারি স্কুলে ভর্তি ফরমের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৬০ টাকা এবং অন্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৫ থেকে ১০ টাকার টোকেনের মাধ্যমে ফরম দেওয়ার কথা এবং ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের কাছ থেকে বাড়তি টাকা আদায় করা বেআইনি।